দৈনিক বাংলা

তারিখ ... [illegible] ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ...

072

ইউজিসি বৃত্তিঃ কিছু বক্তব্য

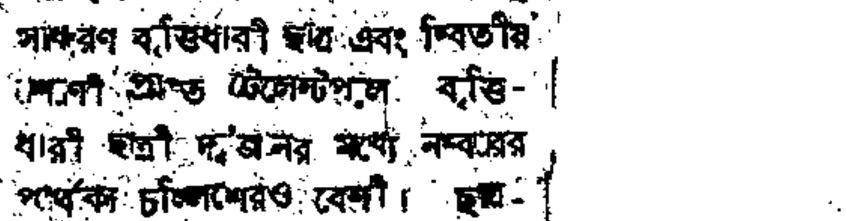

জনমত

গত ১লা মার্চ জনমত কলামে ইউজিসি বৃত্তি প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হেদায়েতুল ইসলামের চিঠির বক্তব্যের সঙ্গে আমরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও একমত পোষণ করি। পত্র লেখক একটি বাস্তব সত্যকেই উদ্ঘাটন করেছেন। ১৯৮২ সালে ফল প্রকাশিত ১৯৮০ সালের স্নাতক সম্মান পরীক্ষার ক্ষেত্রে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউজিসি বৃত্তির এই ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিটি খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮২ সালে যে সব স্নাতক ও স্নাতকসম্মান পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় তার মধ্যে স্নাতক পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী প্রাপ্ত কলা, বিজ্ঞান, আইন এবং বাণিজ্য অনুষদের চারজন ছাত্রকে ইউজিসি বৃত্তি দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রতি অনুষদের জন্যে একটি করে মোট চারটি বৃত্তি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ থাকলেও কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় দুটি অনুষদ থেকে মোট তিনজন উপযুক্ত বৃত্তি প্রার্থীর মনোনীত করা হয়েছে। এদের একজন বিজ্ঞান অনুষদের। অপর দুজনই কলা অনুষদের ছাত্র একজন আরবী ও অন্যজন মনোবিজ্ঞান বিভাগের।

ইউজিসি কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞান বিভাগের একজন এবং কলা বিভাগের একজনকে মোট দুটি বৃত্তি বরাদ্দ করেছেন এবং চারটি বৃত্তি বরাদ্দ থাকলেও দুটি বৃত্তি উপযুক্ত ছাত্র না পাওয়ায় ফিরিয়ে নিয়েছেন। অথচ আইন ও বাণিজ্য অনুষদ থেকে উপযুক্ত বৃত্তি প্রার্থী না থাকায় কলা অনুষদের দুজন প্রার্থীকেই তাঁরা কলা অনুষদ ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ধরে ইউজিসি বৃত্তি দিতে পারতেন। এ বিষয়টির প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের বহু চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করেছেন।

ফলাফলে দুঃখজনক হলো, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে টেলেন্টপুল বৃত্তি অনুষদের জন্যে পৃথক না থাকার এবং আটটির মধ্যে তিনটি বৃত্তি মহিলাদের জন্য বরাদ্দ থাকায় ইউজিসি বৃত্তি পাওয়ার সকল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এই বৃত্তি থেকে বঞ্চিত কলা অনুষদের ছাত্রটির টেলেন্টপুল বৃত্তি না পেয়ে শেষে একটি সাধারণ বৃত্তি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে অথচ একই বিষয়ের দ্বিতীয় শ্রেণী পাওয়া একজন ছাত্রী 'মহিলা কোটা' অনুসারে ঠিকই টেলেন্টপুল বৃত্তি পাবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। জানা গেছে, প্রথম শ্রেণী প্রাপ্ত সাধারণ বৃত্তিধারী ছাত্র এবং দ্বিতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত টেলেন্টপুল বৃত্তিধারী ছাত্রী দুজনের মধ্যে নম্বরের পার্থক্য চল্লিশেরও বেশী। ছাত্রমহলে বর্তমানে এটি একটি বহুল আলোচিত বিষয়। মেধার এই অবমূল্যায়নে আমরা শংকিত ও মর্মাহত।

একজন মেধাবী ছাত্রের জন্য এই ঘটনা শুধু দুঃখজনকই নয়, চরম হতাশা ব্যঞ্জকও বটে। তাই আমরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষ থেকে ইউজিসি কর্তৃপক্ষের কাছে উল্লেখিত বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি। এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত বৃত্তি থেকে যে দুটি বৃত্তি ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে তার একটি কলা অনুষদের এই বৃত্তিবঞ্চিত ছাত্রদের জন্যে বরাদ্দ করার আবেদন করছি। তাছাড়া ভবিষ্যতের জন্য এই ত্রুটিপূর্ণ বৃত্তি পদ্ধতিটি সংশোধন করারও অনুরোধ জানাচ্ছি। আশা করি ইউজিসি কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে ত্বরিত সিদ্ধান্ত নেবেন।

—শেখ এনায়েত উল্লাহ,
ফলিত পদার্থ ও ইলেকট্রনিকস
বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।